রাকি ফয়সাল আহমেদ সাবিত
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

Al Quranic Ruqyah Healing
01886608999

রুকইয়াহ নং ২: জুন্দ আল-জানুব

(জাদুর চিকিৎসার জন্য সাধারণ রুকইয়াহ)

🎯 উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা

এই রুকইয়াহটি সাধারণ জাদুর চিকিৎসা এবং শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার জন্য। পূর্ণ মনোযোগ ও বিশ্বাসের সাথে পাঠ করুন। প্রতিটি আয়াত পাঠের সময় অর্থের দিকে খেয়াল রাখুন।

প্রারম্ভিক দোয়া

১ বা ৩ বার

بِسْمِ اللهِ ذِي الشَّانِ، عَظِيمِ الْبُرْهَانِ، شَدِيدِ السُّلْطَانِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

অনুবাদ: মহান মর্যাদাবান, সুস্পষ্ট প্রমাণের অধিকারী, কঠোর ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নামে শুরু করছি; আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে। এবং আমি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

⚠️ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" ১৯ বার পাঠ করুন

১. সূরা আল-ফাতেহা

৩ বার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

অনুবাদ: (১) পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। (২) সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। (৩) যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। (৪) যিনি বিচার দিবসের মালিক। (৫) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই। (৬) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো। (৭) তাদের পথে, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ; তাদের পথে নয় যারা ক্রোধে নিপতিত এবং যারা পথভ্রষ্ট।

২. আয়াতুল কুরসী (সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)

৩ বার

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অনুবাদ: আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি জানেন তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পেছনে যা আছে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।

৩. সূরা আল-বাকারাহ (আয়াত ১০২)

১ বার

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ... وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ: তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত... (পুরো আয়াত পড়ুন)। আল্লাহ ছাড়া কারো অনিষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই।

💡 **জাদুর চিকিৎসার জন্য এই আয়াত অত্যন্ত প্রভাবশালী।**

৪. সূরা আল-ফুরকান (আয়াত ২৩)

৩ বার

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

অনুবাদ: তারা যে কাজ করেছে, আমি সেদিকে মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব।

আধ্যাত্মিক চিকিৎসা (আস-সূরা আর-রুহানিয়্যাহ)

৫. সূরা আল-আ'রাফ (আয়াত ১১৭-১২২)

১ বার

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ * وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

অনুবাদ: তারপর আমি মূসাকে ওহী যোগে বললাম, তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর। সঙ্গে সঙ্গে তা তাদের অলীক কীর্তিসমূহকে গ্রাস করতে লাগল। সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল... জাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল।

৬. সূরা ইউনুস (আয়াত ৭৯-৮১)

১ বার

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

অনুবাদ: মূসা বললেন, তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা সব জাদুকরী। নিশ্চয় আল্লাহ তা ভন্ডুল করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দুষ্কর্মীদের কাজ শুধরিয়ে দেন না।

৭. সূরা ত্বা-হা (আয়াত ৬৫-৬৯)

১ বার

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ * وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

অনুবাদ: আমি বললাম- ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা তৈরি করেছে, তার সবকিছু গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা তৈরি করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কলাকৌশল। আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।

৮. সূরা আল-আন'আম (আয়াত ৪১)

১ বার

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ

অনুবাদ: বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে যে বিপদের জন্য ডাকবে, তা দূর করে দেবেন।

৯. সূরা আল-আ'রাফ (আয়াত ১৭১)

১ বার

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অনুবাদ: আমি যা দিয়েছি, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা মনে রেখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

১০. সূরা আর-রা'দ (আয়াত ৩৪)

১ বার

لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ

অনুবাদ: তাদের জন্যে পার্থিব জীবনেও আযাব রয়েছে এবং আখেরাতের আযাব তো কঠোরতর।

১১. সূরা আন-নাহল (আয়াত ২৬)

১ বার

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

অনুবাদ: তাদের পূর্ববর্তীরা চক্রান্ত করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের গৃহের ভিত্তিতে আঘাত করলেন। ফলে তাদের মাথার ওপর ছাদ ধসে পড়ল।

১২. সূরা আল-বাকারাহ (আয়াত ৬০ এর অংশ)

বিশেষ আমল

فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

অনুবাদ: অতঃপর তা থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো।

নির্দেশনা: "ফাইন-ফাজারাত" (فَانفَجَرَتْ) শব্দটি ৩৩ বার পুনরাবৃত্তি করবেন।

১৩. সূরা ত্বা-হা (আয়াত ২৫-২৮)

বিশেষ আমল

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

অনুবাদ: হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন।

🔁 **নির্দেশনা: "ওয়াহলুল 'উকদাতাম" (وَاحْلُلْ عُقْدَةً) অংশটি ১৯ বার পুনরাবৃত্তি করবেন।**

১৪. সূরা আল-আহকাফ (আয়াত ২৫)

৩৩ বার পাঠ্য

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

অনুবাদ: তা তার পালনকর্তার আদেশে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। (এই আয়াতটি সম্পূর্ণ ৩৩ বার পাঠ করুন)।

১৫-১৭. তিন কুল (ইখলাস, ফালাক, নাস)

প্রতিটি ৩ বার

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ...

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ...

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ...

নির্দেশনা: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস প্রতিটি ৩ বার করে পাঠ করে শরীরে ফুঁ দিন।

🟣 রুকইয়াহ চলাকালীন সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

এই আয়াতগুলো জাদুর প্রভাব নষ্ট করার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী। পাঠের সময় নিচের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে:

- 🔹 পেটে মোচড়ানো বা বমি বমি ভাব।
- 🔹 শরীর বা হাত-পা অবশ হয়ে আসা।
- 🔹 অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা অনুভব করা।
- 🔹 মাথা ব্যথা বা চোখে ঝাপসা দেখা।
- 🔹 হাই তোলা বা চোখ দিয়ে পানি পড়া।

* ভয়ের কিছু নেই, এগুলো জাদুর প্রভাব নষ্ট হওয়ার লক্ষণ।

"আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শেফা দান করুন, আমীন।"

© Al Quranic Ruqyah Healing Center
যোগাযোগ: 01886608999